# নুঙশিতোম্বি এবং আমি

মূল রচনা - সুধীর নাওরোইবাম (মনিপুরী গল্প)

ভাষান্তর - পথিক গুপ্ত

ছোটবেলায় নুঙশিতোম্বি আর আমি আপনমনে খেলাধূলা করতাম। আমাদের শরীরে এক খণ্ড কাপড় থাকত না। নদীতে ঝাঁপানো, সাঁতার কাটা সব চলত মনের আনন্দে। আমি যা যা করতাম, সে-ও তাই করত। মাঝে মাঝে আমরা মারামারিও করতাম। আমি ওর চুল টেনে ছিঁড়ে দিতাম। ও আমাকে কামড়ে দিত। কিন্তু আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হত না।

ও ফলের জন্য পাগল ছিল। অন্যের বাড়ি থেকে ফল চুরি করতে যেতাম। একবার বাড়ির মালি তাড়া করল। আমরা পালালাম। সেদিন ওর পরনে ছিল ফানেক (১)। জোরে দৌঁড়াতে পারছে না। ও বলল, ফানেক পরে জোরে ছোটা যায় না।

আমি বললাম, নুঙশিতোম্বি, ফানেকটা খুলে হাতে নিয়ে দৌঁড়া। না হলে লোকটা তোকে ধরে ফেলবে।

সে তাই করল। লোকটাকে অনেক পিছনে ফেলে দিলাম আমরা। হাঁফিয়ে গেলাম। আমরা ক্লান্ত। কিন্তু প্রাণ খুলে হাসলাম।

আমি বললাম, একচুলের জন্য বেঁচে গেছিস। জানি না, কেন ফানেক পরে আসিস।

—মা পরতে বলে তাই। না পরলে খুব বকাবকি করে।

—কিন্তু কেন?

—জানি না।

তারপর থেকে সব সময় ফানেক পরার অভ্যাস হয়ে গেল তার। আমি একাই যেতাম ফল চুরি করতে। ও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখত, কখন আমি ফল নিয়ে আসব। দাঁড়িয়ে থাকা তার স্বভাবে নেই, তবুও সে থাকত। অন্য অনেক কাজের জন্য সে আমার উপর ভরসা করত। আগের মতো অনেক কিছুই সে আর করতে পারত না। আমি ভাবতাম ও অলস হয়ে গেছে। আমার রাগ হত। ওকে বকতাম। কয়েক বার ওর চুল টেনে দিতাম। ও কিন্তু কামড়াত না। মনে হত হঠাৎ ও দুর্বল হয়ে গেছে। ওর মায়ের জন্য নাকি ফানেকের জন্য, আমি বলতে পারব না।

নদীর পারে খেলতে খেলতে আমরা বালি দুর্গা গড়তাম। আবার ভেঙে দিতাম। সৃষ্টি আর ধ্বংসের মধ্যের প্রভেদ বুঝতাম না। আমরা শুধু ভাঙা আর গড়ার খেলায় আনন্দ পেতাম। আমরা দুজনেই শুধু আজকের আনন্দের কথা ভাবতাম।

কিন্তু সে হঠাৎ বলে বসল, আমরা ভাঙাভাঙি বন্ধ করে দিই। বাড়ি ভাঙার জন্য তৈরি হয় নাকি?

আমি জানতে চাইলাম, তাহলে? এগুলো এ রকমই রেখে দেব?

—রেখে দেব। কালকের খেলার জন্য।

কালকের ধারণাটা ওই প্রথম আনল। নাম দেওয়া হল ‘কালকের বাড়ি’। অনেক নতুন বাড়ি বানালাম। সব কালকের বাড়ি হয়ে গেল। বাড়িগুলো কী সুন্দর। আগে ভেঙে ফেলা বাড়িগুলোর কথা মনে হতে লাগল। সেগুলো রেখে দিলে কত বাড়ি হয়ে যেত। কী ভাল লাগত দেখতে! ভবিষ্যতের সৃষ্টির আনন্দে মন খুশিতে ভরে গেল। কিন্তু জানি না কত দিন অবধি আমাদের বালির দুর্গগুলো রক্ষা পাবে।

এক চাঁদনি রাতে ও পটলোই (২) পরে রাধা সেজে দর্শকদের সামনে নাচল। ওকে দেখে আমারই যেন দম বন্ধ হয়ে এল। মাথায়, গলায়, কানে, হাতে অলঙ্কারের বোঝা, শরীরে পটলোই। আস্তে আস্তে চলাফেরা। মনে হল যেন ওর অস্বস্তি হচ্ছে।

—কেন? তুই নাচতে নাচতে, খেলতে খেলতে কি ক্লান্ত হয়ে পড়িস? দ্যাখ, ওকে কী সুন্দর দেখতে লাগছে।

সুন্দর! একে সুন্দর বলে? আমি মানি না। সুন্দর হতে পারে তবে ওর পটলোই পরা উচিত না। সত্যিই আমি পরতাম না। নিশ্চয়ই ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। নুঙশিতোম্বি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

—মা, ও কালও পটলোই পরবে?

— না। নাচের পরে আর পরবে না।

— আর কোনও দিনই পরবে না?

—শুধু একবার। যেদিন ওর বিয়ে হবে।

যেদিন ওর বিয়ে হবে! আমার দিদিরও বিয়ে হয়েছিল পটলোই পরে। দিদি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমার ভীষণ দুঃখ হয়েছিল। পরদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নুঙশিতোম্বি, তোর নাচতে ভাল লাগে? পটলোই পরে তুই ক্লান্ত হয়ে পড়সি না?

সে কোনও উত্তর দিল না। আমি বার বার প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম।

—বল আমাকে, তুই ক্লান্ত হোসনা? নাকি তোর আনন্দ হয়? এটা আনন্দের নয়, ক্লান্তিকর নয়কি? পটলোই তোকে ক্লান্ত করে না?

তার কোনও উত্তর নেই।

চল, আমরা পালাই, আমি তার হাতে ধরে টেনে তুললাম। তুই আগে দৌড়াতে থাক। তুই যেখানে গিয়ে থামবি সেটাই আমাদের ঠিকানা হবে। তুই জয়ী হবি। কিন্তু চল, জোরে দৌড় লাগাই।

সে রাজি হল না। ধীর পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল। আর তারপর আমি সব কটা বালির দুর্গ ভেঙে গুড়িয়ে দিলাম। আমাদের ভবিষ্যতের বাড়ি। খুব রাগ হল।

মা আমাকে বলে, ছেলেরা মেয়েরা একসাথে কি খেলতে পারে?

১. ফানেক ঃ মনিপুরী মহিলাদের চিরাচরিত পোশাক।

২. পটলোই ঃ মনিপুরী নৃত্যের এক ধরনের পোশাক।